প্রাণীকে ঔষধ খাওয়ানো: একটি বড় কাজ

ডা. জিয়াউর রহমান সেলিম

একটি পোষা প্রাণীকে মুখে তুলে বা ধরে ঔষধ খাওয়ানো এই পৃথিবীতে খুব সহজ কাজ নয়। আমরা ছোট বেলায় যখন ঔষধ (তরল জাতীয় অথবা কখনো কখনো তিতা) খেতাম, তখন মায়েরা বলতেন-"চোখ বন্ধ করে খেয়ে নাও" অথবা ট্যাবলেট/ক্যাপসুল হলে

ঘাসের সাথে ঔষধ দিয়ে পোষা প্রাণীকে খাওয়ানো যায়।

বলতেন- "মুখে পানিসহ ঔষধ নিয়ে ঢোক গিলে ফেল"। কম বেশি সবাই আমরা এভাবেই ঔষধ খাওয়া শিখেছি। অনেককে দেখেছি- (বয়স বাড়লেও) কাপে অথবা গ্লাসে চোখ বন্ধ করে দুধ খেয়ে থাকেন।

দানাদার খাবারের সাথে ঔষধ দিয়ে ছাগল/ভেড়াকে খাওয়ানো সহজ।

পোষা প্রাণীদের ক্ষেত্রে ঔষধ খাওয়ানো, বন্য বা চিড়িয়াখানার প্রাণীদের চেয়ে সহজতর। গরু/মহিষকে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল

পোষা কুকুরকে চামচে আস্তে আস্তে তরল ঔষধ খাওয়ানো যায়।

জাতীয় ঔষধ ঘাস/কলাপাতা বা কলার মধ্যে দিয়ে খাওয়ানো যায়। আবার দানাদার খাবারের সাথে ট্যাবলেট/ক্যাপসুল গুঁড়া করে অল্প পানি মিশিয়ে খুব সহজেই খেতে দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে একটু গুড় বা চিনি হলে খুব ভালো হয়।

চোয়ালের কোনা দিয়ে আস্তে আস্তে তরল ঔষধ বিড়ালকে খাওয়ানো যেতে পারে।

তবে, ট্যাবলেট পানিতে গুলে বোতলে করে খাওয়ানো বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কোনভাবে খুব অল্প পরিমাণ পানি, প্রাণীর শ্বাসনালীতে প্রবেশ করলে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এবং প্রাণীটি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণও করতে পারে। এটি এক ধরনের গুরুতর অসুস্থ অবস্থা, যাকে তীব্র শ্বাসকষ্ট (Asphyxia Pneumonia) বলে। এভাবে খাওয়াতে হলে জিহ্বার উপরে তরল/ঔষধ দিতে হয়, যার বিশেষ কৌশলটি রপ্ত

করাও প্রাণী পালনের একটি বড় দিক। কেননা মনে রাখতে হবে- আপনি একটি অসুস্থ গবাদিপশু বা গৃহপালিত প্রাণীকে ঔষধ খাওয়াচ্ছেন, সে আপনার যতই পোষ মানানো হোক না কেন, আপনার কথায় চমৎকার হা করে সে থাকবেনা বা কথামতো ঢোক গিলবেনা কিংবা বলা মাত্রই চিবানো শুরু করবেনা।

গ্রাম গঞ্জে চিকন বাঁশের গাইটসহ হাত খানেক নল, বোতলের বিকল্প

মধুর সাথে ঔষধের মিশ্রণ ভল্লুকের ক্ষেত্রে খুব কাজে লাগে।

হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আজকাল সেভেনআপ বা কোকাকোলার চিকন কাঁচের বোতলও ব্যবহার হতে দেখা যায়। তবে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জে

টেষ্টবাড উন্নত বলে বানর জাতীয় প্রাণীকে ঔষধ খাওয়ানো খুবই কঠিন।

ঔষধ খাওয়ানো ভালো পদ্ধতি নয়। সেক্ষেত্রে স্টিলের ছোট চামচ বা যুতসই ড্রপার ভালো কাজ দেয়। সিরিঞ্জের পিস্টনে (পিছনে থাকা লম্বা দন্ড) হঠাৎ চাপ লেগে একসাথে মুখের মধ্যে সব তরল হঠাৎ চলে গেলে মারাত্মক এবং অবর্ণনীয় এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাণীর মৃত্যু হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। যে কেউ নিজে নিজে সাবধানে নতুন সিরিঞ্জ দিয়ে এর বাস্তবতা নিজের উপর কিছুটা পরীক্ষা করতে পারেন বৈকি।

গরু/মহিষ বা ছাগল/ভেড়াকে উপরোক্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া আর

দানাদার খাবারের সাথে হরিণ জাতীয় প্রাণিকে ঔষধ খাওয়ানো সহজ।

কৌশলে ঔষধ খাওয়ানো গেলেও পোষা কুকুর বা বিড়ালের ক্ষেত্রে চোয়ালের কোনা দিয়ে তরল ঔষধ (তিতা হলে একটু চিনি মিশিয়ে) ড্রপারে বা সিরিঞ্জে অতি সাবধানতার সাথে আস্তে আস্তে খাওয়ানো

খাবারে অথবা পানিতে মিশিয়ে পাখিকে ঔষধ খাওয়ানো উত্তম।

ভালো। কুকুর/বিড়ালের ক্ষেত্রে ছোট চামচে করে ঔষধ জিহ্বার উপর আস্তে আস্তে দেয়া যেতে পারে।

চিড়িয়াখানায় বন্যপ্রাণীদেরকে ঔষধ খাওয়ানো পরিচর্যাকারী বিভিন্ন কর্মচারী এবং ভেটেরিনারিয়ানদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। বিস্বাদযুক্ত বা গন্ধযুক্ত বহু ঔষধ আছে যেগুলো মুখে দেবার অব্যবহিত পরেই প্রাণীটি বুঝতে পারে যে, তাকে ঔষধ খাওয়ানো হচ্ছে এবং সে আর তা খেতে চায়না বা খায়না। প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ (Restraint) বা প্রশান্তিদায়ক ঔষধ (Sedatives) দ্বারা চিকিৎসা না করে সঠিক মাত্রায় ঔষধের পুরো কোর্স খাওয়ানোর কাজটি সত্যিই একটি বড় কাজ। এখানে ক'টি প্রাণীর ঔষধ খাওয়ানোর বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হলো।

ম্যাকাউ (Macaque) বা বানর জাতীয় প্রাণী: মুখে ঔষধ খাওয়ানো বেশ কঠিন কেননা, এদের টেস্টবাড খুব উন্নত। শিশুরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ (Peadiatric drugs) হলে চমৎকার গন্ধ

(Flavour) এবং স্বাদ (যেমন চিনি) থাকার কারণে ভালো ফল পাওয়া যায়। শিশুদের ঔষধ না হলে এবং ঔষধ বিস্বাদ হলে প্রাণীটির পছন্দের খাবার (Favourite food) এর সাথে দেয়া যায় যেমন, আপেল অথবা কলার ভেতর। দুঃখের বা ভাবনার ব্যাপার হচ্ছে ২/১

মাংসাশী প্রাণীদের ঘ্রাণ শক্তি প্রবল থাকার ফলে এদেরকে ঔষধ খাওয়ানো সত্যিই কঠিন।

বার এই পদ্ধতিটি চলে। কেননা, এরপরে সে বুঝতে পারে তাকে ঔষধ খাওয়ানো হচ্ছে। একটি ভালো পন্থা হচ্ছে প্রাণীটিকে ঔষধ খাওয়ানোর পূর্বে কোনো খাবার না দেয়া যাতে ক্ষুধার্ত থাকার সাথে খাদ্যে ঔষধ যুক্তকরণের বিষয়টিকে সমন্বয় করা যায়।

ভল্লুক (Bear): ভল্লুকেরা বনে খুব অনুসন্ধান প্রিয় (Investigative) প্রাণী হিসেবে পরিচিত এবং এরা মধু ভীষণ ভালবাসে। কাঠের তৈরি কৃত্রিম মৌচাক বানিয়ে তার (মৌচাকের ছোট ছোট ঘরের মত) ভেতর মধু এবং ঔষধের মিশ্রণ রাখলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

হরিণ (Deer): ম্যাশ বা দানাদার খাবারের সাথে ঔষধ খাওয়ানো শ্রেয়। বাদামের দানা ফেলে (বাদাম না ভেঙ্গে) খোসার মধ্যে ঔষধ ভরে দেয়া যায়। আপেল, কলা বা পছন্দের অন্য কোনো ফলের সাথেও ঔষধ দেয়া যায়।

পাখি (Bird): খাবার অথবা খাবার পানিতে ঔষধ মেশাতে হবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঔষধকে ভালোভাবে মেশানো। পাখি যদি খুবই অসুস্থ হয় তাহলে তাকে আলতো করে ধরে ড্রপার দিয়ে খাওয়ানো যায়। ঈগল/বাজপাখি বা শকুন জাতীয় প্রাণীকে মাংসের ভেতরে দিয়ে ঔষধ খাওয়ানো যায়।

মাংসাশী (Carnivorous-সিংহ, বাঘ, হায়েনা, চিতা প্রভৃতি) প্রাণী: বিস্বাদ ঔষধ চামড়া ছোলানো মুরগির মধ্যে দিয়ে প্রাণীর কাছে (মুখোমুখি) বার বার দেখানো বা ঝাঁকানো হয়। বেশ কিছুক্ষণ এমন করলে প্রাণী কিছুটা উত্তেজিত হয় এবং পরে ঔষধযুক্ত মুরগিটি দিলে দ্রুততার সাথে তা খেয়ে ফেলে। গরুর কলিজার চমৎকার গন্ধ থাকার ফলে এর ভেতরে ঔষধ পুরে দিলে ভালো কাজ হয়। অধিকাংশ এন্টিবায়োটিক বিস্বাদ হওয়ার ফলে সুগন্ধ এবং তিক্ততা দূরীকরণে চিনিযুক্ত করে ঔষধের মিশ্রণটি দেয়া বহুক্ষেত্রে আবশ্যক হয়ে পড়ে। জাতীয় চিড়িয়াখানায় চামড়া ছোলানো মুরগি, খরগোস অথবা সেদ্ধ গো-মাংসের মধ্যে ঔষধ ভরে খাওয়ানর ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া গেছে। ঔষধটি মাংসের উপরে কোনোভাবে স্পর্শ পেলেই দেখা গেছে সেগুলো সংশ্লিষ্ট প্রাণীটি আর খাচ্ছে না বা তখন হয়তো মাংস খাওয়াই বন্ধ করে দিলো (দুই/এক দিনের জন্য)। ঘ্রাণশক্তি প্রবল থাকার ফলে এদের ঔষধ খাওয়ানো সত্যিই বেশ কঠিন।

অজগর (Python): ইঁদুর বা খরগোসে ঔষধ প্রয়োগ করে (ইঞ্জেকশন ফর্মে) তারপর উপস্থাপন করা হয়। ইঁদুর/খরগোসটি সাপের চারিদিকে ঘোরাঘুরি করলে নজরে আসে এবং শিকারী তখন শিকার করে।

ইঁদুর বা খরগোশকে ঔষধ (ইনজেকশন ফর্মে) প্রয়োগ করে সাপের কাছে উপস্থাপন করা সহজ।

ঔষধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে যত্ন, সতর্কতা এবং পর্যবেক্ষণ খুব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এক চামচ চিনি ঔষধটিকে শরীরের ভেতরে যেতে মহাসাহায্য করতে পারে। অসুস্থ মানুষের মত অসুস্থ প্রাণীর যত্ন নিয়ে তার মালিকের শুভ কামনা ও এক ধরনের অহেতুক শংকা হয়তো থাকে, থাকাটাই স্বাভাবিক। রোগী ঠিক সময়ে ঔষধ না খেলে সেই শংকা আরো বেড়ে যায়। পৃথিবীর সকল প্রাণীর সুস্থতা কামনা করছি।

ডা. জিয়াউর রহমান সেলিম
জাতীয় চিড়িয়াখানার সাবেক বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এনএটিপি-২ প্রকল্পে
এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত।